মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে আওয়ামী লীগ নেতা সহ ১১ জন গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর, গাংনী ও মুজিবনগর থানা পুলিশের যৌথ অভিযানে আওয়ামী লীগ নেতাসহ ১১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার রাতে জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়। আজ বুধবার সকালে তাদের আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে ৩ জন আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী এবং অন্যদের বিরুদ্ধে আদালতের গ্রেফতারি পরোয়ানা ছিল।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, নতুন দরবেশপুর স্কুলপাড়ার সাজ্জাদ হোসেনের ছেলে নাঈমুল ইসলাম (৩৪), আমদহ গ্রামের সুকুর আলীর ছেলে রশিদুল ইসলাম ওরফে রাশিদ (৩৬), হঠাৎপাড়ার মোনাজাত আলীর ছেলে শাহাবুদ্দিন (৪২), নতুন মদনাডাঙ্গার মৃত জমির মাস্টারের ছেলে মুস্তাক আহম্মেদ (৪২), শোলমারী গ্রামের তমসের আলীর ছেলে মোফাজ্জেল হোসেন মোফা (৪২), গাংনী উপজেলার জোড়পুকুড়িয়ার অফেজ উদ্দিনের ছেলে ও আওয়ামী লীগের সক্রিয় কর্মী ফয়সাল হোসেন (৪৪), তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন কৃষক লীগের সভাপতি, রামদেবপুর গ্রামের মৃত ইউসুব মণ্ডলের ছেলে মোজাম্মেল হক (৪৬), মাগুরা সদর উপজেলার সাচানি রাউতাড়া গ্রামের হারুন অর রশিদের ছেলে রাজু আহম্মেদ (২২), মুজিবনগরের বাগোয়ান গ্রামের কাহিরুল ইসলামের ছেলে মো. মিঠুন (৩২), বিশ্বনাথপুর গ্রামের রাহিন বিশ্বাসের ছেলে মো. রুবেল (২৮), ভবেরপাড়া গ্রামের আবদার আলীর ছেলে মো. এনামুল হক (৪৪)।

মেহেরপুর জেলা পুলিশ এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট মামলায় আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

গাংনীর কুতুবপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের এডহক কমিটির সভাপতি হলেন হাসানুজ্জামান ডাবলু

মেহেরপুর সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক ও ইংরেজি বিভাগের প্রধান হাসানুজ্জামান ডাবলু গাংনী উপজেলার কুতুবপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের এডহক কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন।

একজন শিক্ষিত, অভিজ্ঞ এবং সুনামধন্য শিক্ষক হিসেবে শিক্ষাক্ষেত্রে তার অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর ছয় মাসের জন্য তাকে এডহক কমিটির সভাপতি হিসেবে অনুমোদন দিয়েছে।

এডহক কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন, সাধারণ শিক্ষক প্রতিনিধি মাজহারুল ইসলাম, অভিভাবক প্রতিনিধি মিজানুর রহমান মিজান এবং কুতুবপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হাফিজুর রহমান।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোরের কলেজ পরিদর্শক প্রফেসর এস এম তৌহিদুজ্জামানের স্বাক্ষরিত অফিস আদেশে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

নতুন সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ উপলক্ষে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র শিক্ষক আমজাদ হোসেন, আক্তারুজ্জামান লাভলু, রেজাউর রহমান, ফিরোজা খাতুন, আজিজুল হক, জুহিন কামাজ, জয়নাল আবেদীন, শামীম রেজা, এখলাছুর রহমান, ববিতা রাণী সরকার, পল্লবী সাহা, নুরুন্নাহার, আশিকুল ইসলাম, নাজমুল হকসহ সব শিক্ষক-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

সিনিয়র শিক্ষক আমজাদ হোসেন জানান, “নবনির্বাচিত সভাপতি হাসানুজ্জামান ডাবলু আমার সহকর্মী এবং আমাদের প্রিয় শিক্ষক মরহুম সামছুজ্জোহা স্যারের সুযোগ্য পুত্র। তিনি একজন অভিজ্ঞ ও যোগ্য শিক্ষক। আমরা আশাবাদী, তার নেতৃত্বে আমাদের প্রতিষ্ঠান নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবে।”

অভিভাবক প্রতিনিধি মিজানুর রহমান মিজান বলেন, “সভাপতি মহোদয়

একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক। শিক্ষাক্ষেত্রের নানা দিক সম্পর্কে তার সুস্পষ্ট ধারণা রয়েছে। তার দক্ষ পরিচালনায় প্রতিষ্ঠান আরও সমৃদ্ধ হবে বলে আমি বিশ্বাস করি এবং আমি সর্বাত্মক সহযোগিতা করবো।”

সহকারী শিক্ষক আক্তারুজ্জামান লাভলু বলেন, “বর্তমান সভাপতির নেতৃত্বে আমাদের প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান, শৃঙ্খলা এবং আদর্শিক দিক আরও উন্নত হবে বলে আমরা প্রত্যাশা করি।”

নবনির্বাচিত সভাপতি হাসানুজ্জামান ডাবলু বলেন, “১৯৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত এই ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিটি ইট এবং বালুকণায় আমার বাবার স্মৃতি মিশে আছে। আমি শিক্ষার মানোন্নয়নসহ প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করতে চাই। আমাদের প্রতিষ্ঠানকে মেহেরপুর জেলার সেরা বিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তুলতে সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। আমি জানি, এখানে অনেক দক্ষ ও মানসম্পন্ন শিক্ষক রয়েছেন। আমি সকলকে আহ্বান জানাই আপনারা সেরা শিক্ষক হিসেবে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করুন।”

একজন শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ শিক্ষক হাসানুজ্জামান ডাবলু এডহক কমিটির সভাপতি মনোনীত হওয়ায় স্থানীয় এলাকাবাসী, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মাঝে আনন্দ ও উচ্ছ্বাস বিরাজ করছে।

মেহেরপুর জেলা পুলিশের উদ্যোগে আভিযানিক কার্যক্রম পরিচালিত

মেহেরপুর জেলার গাংনী থানা কর্তৃক পরিচালিত এ অভিযানের অংশ হিসেবে গত ২৪ ঘন্টায় বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করে ০৫(পাঁচ) জন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতরা হলেনঃ-
মোঃ শিপন মিয়া (৪০) পিতা- মোঃ আবু তালেব, মাতা- বেলাজান, সাং-

গাড়াবাড়ীয়া, থানা-গাংনী, জেলা-মেহেরপুর (সভাপতি, তাঁতীলীগ, কাথুলী ইউপি) (গাংনী থানার মামলা নং ১১(৮)২৪ মুলে গ্রেফতার)। মোঃ হাফিজুর রহমান (৫৬) পিতা- মৃত হাসেম, মাতা- মৃত হালিমা খাতুন, সাং- পীরতলা বিলপাড়া, থানা-গাংনী, জেলা-মেহেরপুর (সেক্রেটারী, কৃষকলীগ, কাজীপুর ইউপি) (গাংনী থানার মামলা নং ১১(৮)২৪ মুলে গ্রেফতার)। মোঃ সোহরাব হোসেন, পিতা- মৃত সৈয়দ আলী, সাং- বামন্দী, থানা- গাংনী, জেলা- মেহেরপুর (সি আর ৯০/২৫ গ্রেফতারী পরোয়ানা মূলে গ্রেফতার)। আকলিমা খাতুন, স্বামী- মোঃ শফিকুল ইসলাম, সাং- ধানখোলা উত্তরপাড়া, থানা- গাংনী, জেলা- মেহেরপুর। (সি আর ৯৪২/২৪ পরোয়ানা মূলে গ্রেফতার)। মোঃ লাল্টু বিশ্বাস (৪৩) পিতা- মৃত আক্কাছ আলী, সাং- লক্ষীনারায়নপুর (ধলা), থানা- গাংনী, জেলা- মেহেরপুর। (গাংনী থানার মামলা নং ১১(৪)২৫ মুলে গ্রেফতার)

গ্রেফতারকৃত আসামীদেরকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরন করা হয়েছে। জেলার সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং বিভিন্ন অপরাধের অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান চলমান থাকবে।

মেহেরপুরে কড়া নজরদারিতে এসএসসি ও সমমান পরীক্ষা

মেহেরপুরে সিসি ক্যামেরার আওতায় ১৭টি পরীক্ষা কেন্দ্রে কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে এসএসসি, দাখিল ও সমমানের পরীক্ষা। নকলমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে জেলা ও উপজেলা প্রশাসন এবং শিক্ষা বিভাগ সর্বোচ্চ প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে।

জেলা শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, চলতি বছর মেহেরপুর জেলায় মোট পরীক্ষার্থী সংখ্যা ৮,৭০২ জন। এর মধ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলায় ৫টি কেন্দ্রে ৩,২১৭ জন, গাংনী উপজেলায় ১০টি কেন্দ্রে ৪,২৯০ জন এবং মুজিবনগর উপজেলায় ২টি কেন্দ্র ও ১টি উপকেন্দ্রে মোট ৯১২ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছেন।

সবকটি কেন্দ্রে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে এবং পরীক্ষা

সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সার্বিক নজরদারি ও প্রশাসনিক তৎপরতা জোরদার করা হয়েছে।

গাংনীতে ট্রাক চাপায় বৃদ্ধের মৃত্যু

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফেরা হলো না সামসুল হক (৬৫) নামের এক বৃদ্ধের। পথেই ঘাতক ট্রাক কেড়ে নিলো তার প্রাণ।

বুধবার (৯ এপ্রিল) সকালে গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া-নবীনপুর সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত সামসুল হক গাংনী উপজেলার নওপাড়া নবীনপুর গ্রামের বাসিন্দা। তার ছেলে শামীম হোসেন জানান, সকাল সাড়ে ১০টার দিকে তার বাবা গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে চিকিৎসা নিয়ে একটি পাখিভ্যানে করে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে নওপাড়া বাজার পার হয়ে নবীনপুরের কাছে পৌঁছালে একটি ট্রাক তাকে চাপা দেয়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন।

স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে তার অবস্থার অবনতি ঘটে। পরে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন। কিন্তু হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।

এ ঘটনায় স্থানীয়রা ট্রাকটি আটক করলেও চালক পালিয়ে যায়।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বনি ইসরাইল জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়। ট্রাকটি জব্দ করে থানায় আনা হয়েছে।

ইসরাইলের গণহত্যার প্রতিবাদে গাংনীতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

ইসরাইলের বর্বরোচিত গণহত্যার প্রতিবাদে মানববন্ধন, বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গাঁড়াডোব গ্রামের সাধারণ জনগণ।

বুধবার সকালে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের গাঁড়াডোব বাজারে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশ নেন স্থানীয় বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ।

বিক্ষোভ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য আখেরুজ্জামান। বক্তব্য রাখেন স্থানীয় রাজনীতিক আনসারুল হক, স্কুল শিক্ষক আব্দুর রকিবসহ আরও অনেকে।

বক্তারা বলেন, গাজায় গণহত্যা চলমান থাকলেও বিশ্ব বিবেক আজ নীরব। মানবাধিকার সংগঠনগুলোর এই নীরবতা প্রশ্নবিদ্ধ। তারা বলেন, এখন সময় এসেছে শক্তি সঞ্চয় করে প্রতিরোধ গড়ে তোলার।

সমাবেশ থেকে বক্তারা ইসরাইলের সকল ধরণের পণ্য বয়কট করার আহ্বান জানান এবং আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

গাংনীতে সাজাপ্রাপ্ত দুই আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরের গাংনীতে পৃথক মামলায় সাজাপ্রাপ্ত দুই পলাতক আসামিকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, মাদক মামলায় ৪ বছরের সাজাপ্রাপ্ত মো. পল্টু হোসেন (৩৫) এবং পারিবারিক মামলায় এক মাসের সাজাপ্রাপ্ত

কামরুজ্জামান শিহাব (২৮)।

পল্টু হোসেন গাংনী উপজেলার খাসমহল গ্রামের মৃত আব্দুল আজিজের ছেলে এবং শিহাব গাংনী শহরের থানাপাড়া এলাকার কালাম আলীর ছেলে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইলের নেতৃত্বে পুলিশের দুটি পৃথক দল মঙ্গলবার দিবাগত রাতের শেষভাগে তাদের নিজ নিজ বাড়িতে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করে।

ওসি বানী ইসরাইল জানান, পল্টু হোসেনের বিরুদ্ধে হেরোইন উদ্ধারের ঘটনায় দায়ের করা জিআর ১৯/১৩ নম্বর মামলায় আদালত তাকে ৪ বছরের কারাদণ্ড দেন। অপরদিকে, কামরুজ্জামান শিহাব পারিবারিক বিরোধজনিত সিআর ৩১৭/২৩ নম্বর মামলায় এক মাসের সাজাপ্রাপ্ত আসামি।

বুধবার (৯ এপ্রিল) দুপুরে গ্রেফতারকৃতদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।

গাংনীতে সাব-রেজিস্টার ও দলিল লেখকদের দ্বন্দে জমি রেজিস্ট্রি বন্ধ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রার ও দলিল লেখকদের দ্বন্দে, বন্ধ হয়ে পড়েছে দলিল লেখার কাজ ও জমি রেজিষ্ট্রি। জমি রেজিস্ট্রি করতে না পেরে চরম ভোগান্তিতে পড়ছেন জমির ক্রেতা- বিক্রেতারা।

চাহিদানুযায়ী জমি রেজিস্ট্রি না হওয়ায় ক্রেতা বিক্রেতাদের যেমন ভোগান্তি বেড়েছে তেমনি সরকারও হারাচ্ছে বড় পরিমাণ রাজস্ব । কবে নাগাদ এর সমাধান হবে তা নিয়ে সংশয় জনমনে। দলিল লেখকরা বলছেন, অতিরিক্ত টাকা দাবী ও নানা অজুহাতে হয়রানী করা হচ্ছে। আর সাব-রেজিস্ট্রার বলছেন, নিয়ম অনুযায়ী রেজিস্ট্রি হচ্ছে।

মেহেরপুর জেলার সবচেয়ে জনবহুল উপজেলা গাংনী। এ উপজেলায় প্রতিনিয়ত

দলিল লেখক রাশেদুল ইসলাম বলেন, দলিল রেজিষ্ট্রেশন অর্ধেকে নেমে এসেছে। সরকার রাজস্ব হারাচ্ছে সাথে ক্রেতা বিক্রেতারা হয়রানি হাচ্ছে।

দলিল লেখক শওকত আলী বলেন, সাব-রেজিস্ট্রার যেসব শর্ত দিচ্ছেন সেটা তার মনগড়া নিয়ম। বাংলাদেশে কোথাও এভাবে জমি রেজিষ্ট্রি হয়না।

সাব-রেজিস্ট্রার নাইমা ইসলাম বলেন, আমি সরকারি নিয়ম অনুযায়ী দলিল রেজিষ্ট্রেশন করাই দলিল লেখকরা আমার উপর অসন্তোষ। অতিরিক্ত টাকা নেওয়া ও হয়রানির অভিযোগ মিথ্যা বলেও দাবী করেন তিনি।

গাংনী পৌর বিএনপির ৩ নম্বর ওয়ার্ডে কমিটি গঠন

সাবেক কাউন্সিলর আসাদুজ্জামান আসাদকে সভাপতি এবং মিঠুন আহমেদকে সাধারণ সম্পাদক করে গাংনী পৌর বিএনপির ৩ নম্বর ওয়ার্ডে ১০ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে।

কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন সিনিয়র সহ-সভাপতি মোস্তফা কামাল, সহ-সভাপতি শরিফুদ্দিন, মহিবুল ইসলাম, জাহিদুল ইসলাম (বিডিআর), যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. রতন বাদশা ও শরিফুল ইসলাম; সাংগঠনিক সম্পাদক মো. আরিফ হোসেন এবং সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মো. আব্দুল লতিফ।

গতকাল বিকেলে গাংনী উপজেলা বিএনপি কার্যালয়ে এ কমিটির নাম ঘোষণা করেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক ফয়েজ মোহাম্মদ।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ও গাংনী পৌরসভার সাবেক ভারপ্রাপ্ত মেয়র ইনসারুল হক ইনসু, সদস্য মকবুল হোসেন মেঘলা এবং গাংনী পৌর বিএনপির পুনর্গঠন কমিটির সদস্য আখেরুজ্জামান।

অনুষ্ঠানে ফয়েজ মোহাম্মদ বলেন, “বিএনপির ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের জন্য প্রত্যেক নেতাকর্মীকে জনগণের আস্থা অর্জন করতে হবে। সকল ভেদাভেদ ভুলে জনগণের কল্যাণে নিজেদের প্রস্তুত করতে হবে।”

গাংনীতে লাভেলো আইসক্রিমের মালিকের বিরুদ্ধে সাংবাদিক সম্মেলন

গাংনী উপজেলার মানিকদিয়া এগারপাড়া আলিম মাদ্রাসার সাবেক সভাপতি ও লাভেলো আইসক্রিমের মালিক প্রকৌশলী একরামুল হক তাজুর বিরুদ্ধে নিয়োগ বাণিজ্য ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন করেছেন এলাকাবাসী।

মঙ্গলবার সকাল ১১টায় এ সংবাদ সম্মেলনে এলাকাবাসীর পক্ষে লিখিত অভিযোগপত্র পাঠ করেন স্থানীয় যুবক মো. সোহেল রানা।

তিনি বলেন, “ঐতিহ্যবাহী মানিকদিয়া এগারপাড়া আলিম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই এলাকার মানুষ জমি দানসহ নানা আর্থিক সহযোগিতা করে আসছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন প্রয়াত শওকত আলী মুন্সি, খোদাবক্স মিয়া, মোজাম্মেল হক, মোবারক হোসেন, মাওলানা নজরুল ইসলাম ও আবু বকরসহ অনেকেই।”

তিনি আরও বলেন, “মানিকদিয়া গ্রামের মোজাম্মেল হকের ছেলে, লাভেলো গ্রুপের চেয়ারম্যান একরামুল হক তাজু বিগত সরকারের আমলে প্রভাব খাটিয়ে একটানা ১২ বছর মাদ্রাসার সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এই সময় তিনি মাদ্রাসাটিকে পারিবারিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করেন। ২০০৯ সালে তিনি নিজের ক্ষমতাবলে তাঁর পিতা মোজাম্মেল হককে মাদ্রাসার একক প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে দেখান এবং ম্যানেজিং কমিটিতে আজীবন একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য রাখার রেজুলেশন অনুমোদন করেন। তাঁর ভাই মো. জাহিদুল হক সাজুকে দাতা সদস্য হিসেবে ১২ বছর ধরে কমিটিতে রাখেন।”

অভিযোগে আরও বলা হয়, “সভাপতি থাকাকালীন সময়ে তিনি ও তাঁর স্ত্রী নারগিছ আরা মাদ্রাসার উন্নয়নের নামে মাদ্রাসার জমিতে মোজাম্মেল হক ফাউন্ডেশন স্থাপন করেন। এ ছাড়া বিভিন্ন পদে অবৈধভাবে নিয়োগ দিয়ে প্রায় ৬০ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেন। সরকারি নিয়মনীতি উপেক্ষা করে মাদ্রাসার দক্ষিণ পাশে একতলা ভবনের উপর নির্মাণ করেন দোতলা ভবন। উন্নয়নের কথা বলে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করেন তিনি।”

তিনি আরও বলেন, “নৈশ প্রহরী, আয়া ও পরিচ্ছন্নতা কর্মীসহ বিভিন্ন পদে নিয়োগ দিয়ে প্রায় ৬০ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন একরামুল হক তাজু। একসময় তিনি একজন আদম ব্যবসায়ী ছিলেন, পরে আইসক্রিম ফ্যাক্টরি দিয়ে শিল্পপতি হন। বিগত সরকারের আমলে তিনি ও তাঁর স্ত্রী অর্থ পাচারের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাঁর স্ত্রী নারগিছ আরা বর্তমানে কানাডায় অবস্থান করছেন। গত ৫ আগস্ট, ২০২৪ সরকার পরিবর্তনের পর কয়েক মাস একরামুল হক তাজু বিদেশে পালিয়ে ছিলেন।”

তিনি বলেন, “মাদ্রাসায় তাঁর সীমাহীন দুর্নীতির কারণে এলাকাবাসীর মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর নিয়ন্ত্রিত কিছু লোক প্রতিবাদী সাধারণ মানুষকে ভয়ভীতি দেখিয়ে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। তাঁর এই অপকর্মগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত করে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাচ্ছি।”

লিখিত বক্তব্যে আরও অভিযোগ করা হয়, “নৈশ প্রহরীর নিয়োগে বয়স জালিয়াতি করে উৎকোচ গ্রহণ করে তাকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।”

এ সময় আরও বক্তব্য রাখেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা দেলোয়ার হোসেন, ৯নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি শামীম আহমেদ সাপ্পার, স্কুলশিক্ষক কামরুজ্জামান, যুবদল নেতা তুহিন হোসেন, আব্বাস আলী, সেলিম রেজা, জহিরুল ইসলাম, ও সোহেল রানা প্রমুখ।